সমকাল

তারিখ ... 04 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মাউশির ডিজি হচ্ছেন কে

■ সাব্বির নেওয়াজ

'শিক্ষা ভবন' হিসেবে খ্যাত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালকের পদ পেতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সরকার সমর্থক কর্মকর্তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ। বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের চাকরির মেয়াদ আগামী ৬ জানুয়ারি শনিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে ৫ ও ৬ জানুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় ৪ জানুয়ারিই মূলত তার শেষ কর্মদিবস।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ২৫ ডিসেম্বর এ পদে নিয়োগের জন্য নামের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে তিনজন অধ্যাপকের নাম রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ পদের জন্য এখন চলছে ব্যাপক লবিং। রাজনৈতিক আনুকূল্য পেতে চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে দেন-দরবার। কেউ কেউ ছাত্রজীবনে সরকার সমর্থক রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রমাণ ও পারিবারিক সংশ্লিষ্টতাও তুলে ধরছেন সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে। বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর এসএম ওয়াহিদুজ্জামান আরও এক বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রত্যাশী হলেও এ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যে দেওয়া হচ্ছে না, তা অনেকটাই নিশ্চিত। গত ২৩ ডিসেম্বর প্রফেসর ওয়াহিদুজ্জামানের পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মাউশি মহাপরিচালকের পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার। এটি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ। মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে পদটি খুবই আকর্ষণীয় বলে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাছে বিবেচিত হয়। এ পদে নিয়োগের জন্য সরকারপ্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

# মাউশির ডিজি হচ্ছেন কে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে। নিয়ম অনুসারে, শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে থেকে চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ডিজি নিয়োগের কথা থাকলেও ২০-২৫ বছর ধরে রাজনৈতিক বিবেচনায়ই এ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

সূত্রমতে, শিক্ষা ভবন হিসেবে খ্যাত মাউশি রীতিমতো অবৈধ টাকার খনি। এখানে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ বহু পুরনো। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির কাজ সম্পাদন করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো। এ ছাড়া বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সাড়ে ১৪ হাজার কর্মকর্তার নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি, টাইম স্কেল, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বোর্ডসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা বাছাইয়ের দায়িত্ব মাউশির ওপর। পাশাপাশি সারাদেশের সাড়ে ছয় হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, টাইম স্কেলসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এ কার্যালয়ের। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রতিষ্ঠানের ডিজি পদে নিয়োগ পেতে সরকার সমর্থক শিক্ষকরা ব্যাপক লবিংয়ে নেমেছেন। গত কয়েকদিনে এ পদের জন্য রাজনৈতিক তদবির বেশ জোরালো হয়েছে। শিক্ষা খাতের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, অসংখ্য পদপ্রত্যাশীর মধ্য থেকে এ পদের জন্য তিনজনের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পদপ্রত্যাশীরা নানাভাবে জানার চেষ্টা করছেন, কাদের নাম রয়েছে এ তালিকায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তালিকায় থাকা তিনজন হলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মাহাবুবুর রহমান, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা ও মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর শামসুল হুদা। এর বাইরেও মাউশির অন্য পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন) প্রফেসর সেলিম মিয়াও এ পদের অন্যতম প্রত্যাশী ছিলেন।

জানা গেছে, তালিকায় থাকা তিনজনই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থী। প্রফেসর মো. মাহাবুবুর রহমান পারিবারিকভাবেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি সৎ ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফরিদপুর অঞ্চলের প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীর আশীর্বাদ রয়েছে তার ওপর। বর্তমানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তার সাফল্য রয়েছে। অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লার ওপর ধামরাই ও ঢাকার দু'জন সংসদ সদস্যের আশীর্বাদ রয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা।

অধ্যাপক শামসুল হুদার প্রতিও শীর্ষ প্রশাসন মহলের সমর্থন রয়েছে।

ডিজি নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সমকালকে বলেন, 'মাউশির ডিজি পদ একটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার নীতিনির্ধারণী পদ। এ পদে সরকার যোগ্য লোককেই নিয়োগ দেবে। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............
তারিখ...............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যার্থে
স্বাক্ষর